খোশবু সিরিজ : ৯

আম্মু একটা গল্প বলো

মুনীরুল ইসলাম

আনোয়ার লাইব্রেরী

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২১

আম্মু একটা গল্প বলো

লেখক : মুনীরুল ইসলাম

প্রকাশক : মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

আনোয়ার লাইব্রেরী

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব : সংরক্ষিত

মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র

উপহার

স্নেহের **মুনশি মুহাম্মদ আতাউল্লাহ মাসরুর**
আম্মুর মুখে গল্প শুনতে শুনতে
একদিন অনেক বড় হবে।

খোশবু সিরিজের দশটি বই

০১। ছোটদের সাহাবায়ে কেরামের গল্প
০২। ছোটদের পীর-মনীষীর গল্প
০৩। ছোটদের চার ইমামের গল্প
০৪। জীবন জুড়ে বিনয় ঝরে
০৫। আল্লাহর ভয়ে হৃদয় কাঁপে
০৬। বন্ধু তুমি একটু ভাবো [ছড়াগ্রন্থ]
০৭। ছোটদের কুরআনের গল্প
০৮। ছোটদের হাদিসের গল্প
০৯। আম্মু একটা গল্প বলো
১০। আব্বু একটা গল্প বলো

অভিভাবকদের উদ্দেশে

আমাদের কোমলমতি শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই সাজাবে আগামীর সুন্দর পৃথিবী। তাই শিশু-কিশোরদের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের বিশেষ যত্ন নেয়া আমাদের কর্তব্য। শিশুরা কাদামাটির মতো। তাদের শরীর-মন সবই নরম। শিশুকালে তাদেরকে যেভাবে গড়ে তোলা হবে তারা সেভাবেই গড়ে উঠবে। মুসলমান হিসেবে আমাদের সন্তানদের ইসলামি আদব-কায়দা, রীতিনীতিতে গড়ে তোলা প্রতিটি অভিভাবকের নৈতিক দায়িত্ব। বিশেষ করে পিতা-মাতার এ দায়িত্বটা অনেক বেশি। তাদের অবহেলায় সন্তান বিপথগামী হলে এর জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। 'বাচ্চা মানুষ কিচ্ছু হবে না'– এই অজুহাতে তাদেরকে অর্থহীন কার্টুন-কমিক্স দেখানো, মোবাইলে গান-ছবি ছেড়ে দেয়া কিংবা যেকোনো অন্যায় আবদার রক্ষা করা উচিত নয়। এমনকি শিক্ষাহীন নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত রূপকথার গল্প পড়তে দেয়া বা পড়ে শোনানোও অনুচিত।

কিন্তু এগুলোর বিকল্প ভালো কিছু শিশুদের হাতে না দিয়ে তাদেরকে এগুলো থেকে বিরত রাখাও কঠিন। বাস্তবতা হচ্ছে, এগুলোর বিকল্প ভালো কিছু আমাদের কাছে নেই বললেই চলে। এসব দিক বিবেচনা করে পাঠকনন্দিত লেখক *মাওলানা মুনীরুল ইসলাম* সহজ-সরল ভাষা ও উপস্থাপনার মাধ্যমে শিশুদের উপযোগী করে বেশ কিছু বই লিখেছেন। এখন *খোশবু সিরিজ*-এর অধীনে আরো কিছু বই লিখছেন। *আম্মু একটা গল্প বলো* এই সিরিজের নবম বই। এতে আমাদের আকাবির বুজুর্গ মনীষীদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ৪০টির মতো গল্প স্থান পেয়েছে। শিশু-কিশোররা সহজে বোঝার জন্য প্রতিটি গল্পের শেষে লেখক গল্পের শিক্ষাও যুক্ত করেছেন। শিশু-কিশোররা বইটি পড়লে মনীষীদের আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাদের মেধা, মনন ও উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। বইটি *আনোয়ার লাইব্রেরী* থেকে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সবার মেহনত আল্লাহ কবুল করুন।

নিবেদক

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

স্বত্বাধিকারী, আনোয়ার লাইব্রেরী

তারিখ : ১১ জুলাই ২০২১

ভেতরে যা আছে

অসাধারণ মিতব্যয়ী ☞ ১১
হালাল বনাম হারাম ☞ ১৩
চমৎকার দানশীলতা ☞ ১৬
ক্ষমার মূর্তপ্রতীক ☞ ১৭
উদার দানশীলতা ☞ ১৮
একজন মুচির উসিলায় ☞ ২০
ধৈর্যের পাহাড় ☞ ২২
হাদিসের মূল্য ☞ ২৩
আমার খবর আমিই জানি ☞ ২৫
আসল বাদশাহি ☞ ২৬
আশ্চর্য জ্ঞান-সাধনা ☞ ২৭
আল্লাহ কত সুন্দর! ☞ ২৯
বিশ্বাসের উপমা ☞ ৩১
জাদুকরী বক্তা ☞ ৩২
একটি আলোকিত স্বপ্ন ☞ ৩৪
বিচারের কাঠগড়ায় বাদশা! ☞ ৩৭
সাহসের বিজয় ☞ ৩৯
ক্ষতির বদলে লাভ ☞ ৪১

কালেমার অর্থ বোঝা ☞ ৪৪
প্রিয়নবীর সম্মানে ☞ ৪৫
অতুলনীয় মায়ের সেবা ☞ ৪৬
আশ্চর্য ইবাদত ☞ ৪৭
প্রতাপের চোখ ইঁদুরে খাবে ☞ ৪৯
আশ্চর্য মেধাশক্তি ☞ ৫০
গিবত পাপের ভয়ে ☞ ৫২
সাহসী তাউস ☞ ৫৩
বাপ কা বেটা ☞ ৫৫
সত্য গবেষণার নেশায় ☞ ৫৭
বুদ্ধিমান বাহলুল ☞ ৫৯
কখনো নামাজ কাজা হয়নি ☞ ৬৪
মহিসুরের বাঘ ☞ ৬৭
জ্ঞানচর্চার আগ্রহে ☞ ৬৯
আল্লামা তাফতাজানি ☞ ৭১
অবিশ্বাস্য বুজুর্গ বাদশা ☞ ৭৩
কবি কেন কুলি ☞ ৭৬
'পোড়া রুটি আমার পছন্দ' ☞ ৭৯

অসাধারণ মিতব্যয়ী

ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহির নাম চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। তিনি একজন বাদশা হলেও তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদিনের মতো মনে করা হতো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান গণি ও হযরত আলী মুরতাজা-এর খেলাফতের শাসন এবং উমর ইবনে আবদুল আজিজের শাসনের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বাদশা হওয়ার পরপরই তিনি লোকদের বলেন, আমাকে তোমাদের বাদশা করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের বাদশা হওয়ার যোগ্য নই। তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন যোগ্য লোককে বাদশা বানিয়ে নাও।
লোকেরা সবাই মিলে আবার তাঁকেই বাদশা নির্বাচন করে।

তিনি মাত্র আড়াই বছর রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু এই আড়াই বছরের মধ্যে দেশবাসীর জীবনে আবার খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলের বরকত ও দীনদারি ফিরে আসে।
বাদশা হওয়ার পর তিনি প্রথম যে কাজটি করেন সেটি হচ্ছে, তিনি রাজ্যের সব বিভাগে অপরাধ বন্ধ করে দেন এবং সরকারের কাছে যাদের যা পাওনা তা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে দিতে থাকেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের পর বায়তুল মাল বাদশার

সম্পদ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বায়তুল মালকে আবার জনসাধারণের সম্পদ বানান। ফলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রদেশের বায়তুল মাল শূন্য হয়ে যেতে থাকে।
এই অবস্থায় একদিন বসরার গভর্নর তাঁর কাছে পত্র লিখলেন, আমিরুল মুমিনীন! আমার বায়তুল মালের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এমনকি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাগজও নেই। তাই কাগজ কেনার জন্য কিছু টাকা পাঠান।
উমর ইবনে আবদুল আজিজ লিখে পাঠালেন, মিতব্যয়ী হও। হিসাব করে চলো। আমার পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলমটা আরো সুচালো করে নাও এবং কাগজের দুই পিঠে ঘন করে লেখো। তাহলে বাড়তি কাগজ কেনার দরকার হবে না। আল্লাহ এর মধ্যেই বরকত দেবেন।

[তথ্যসূত্র : উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. : জীবন ও কর্ম]

শিক্ষা : দেখলে তো সোনামণিরা! একজন বাদশা হয়েও কিভাবে হিসাব করে চলতেন! তিনি কখনো অপচয় করতেন না। তাই আমরাও কখনো জিনিসপত্র নষ্ট করব না, অপচয় করব না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

এরপর অনেক অনেক পরের কথা। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহি পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উমাইয়া বংশের শাহজাদারা, মাসলামার বংশধরেরা, সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের উত্তরসূরিরা– যারা তাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে একেকজন দশ লাখ দিনারের মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু এক সময় তাদের ভিক্ষা করে জীবন চালাতে হয়েছে। অপর দিকে উমর ইবনে আবদুল আজিজের সন্তানরা এক এক মজলিসে শত শত ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন।

[তথ্যসূত্র : উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. : জীবন ও কর্ম]

শিক্ষা : দেখলে তো সোনামণিরা! যারা দুনিয়াতে হারাম উপায়ে উপার্জন করে, ভবিষ্যতে তাদের সন্তানেরা না খেয়ে মরতে হয়। আর যারা হালাল উপায়ে উপার্জন করে, তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হয়, তাদের সন্তানদের ধন-সম্পদ ও খাওয়া-পরার অভাব হয় না। তাই আমরা হারামের ধারে-কাছেও যাব না।

চমৎকার দানশীলতা

নবী-বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ হযরত আলী ইবনে হোসাইন রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি হযরত যাইনুল আবিদীন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করলে গোসলদাতারা তাঁর পিঠে কিছু কালো দাগ দেখতে পেলেন। এগুলো আটার বোঝা বহনের দাগ। রাতের বেলা তিনি নিজের পিঠে করে মদিনার গরিব-অভাবীদের মাঝে আটা বিলাতেন।

যাইনুল আবিদীন রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজেকে 'কৃপণ' ভাবতেন। কিন্তু যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো, তখন এই গোপন তথ্য জানা গেল যে, মদিনার একশত গরিব পরিবারের সব খরচ তিনি বহন করতেন। মদিনার কিছু মানুষ এমন ছিল, যারা জানতেই পারত না, তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কোথা থেকে হচ্ছে। কারণ, রাতের আঁধারে গোপনে কেউ দিয়ে যেত। হযরত যাইনুল আবিদীন ইন্তেকাল করলে এই ধারা বন্ধ হয়ে যায়।

যাইনুল আবিদীন বলতেন, 'যার কাছে চাওয়ার পর নিজের সম্পদ বা টাকা-পয়সা প্রার্থনাকারীকে দেয় সে মূলত দানশীল নয়; আসল দানশীল ওই ব্যক্তি, যিনি চাওয়ার আগেই প্রকৃত প্রাপকদের কাছে সম্পদ পৌঁছে দেন। আর এজন্য নিজে কারো থেকে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার কোনো আশা করে না; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণ সওয়াব পাওয়ার বিশ্বাস রাখে।'

[তথ্যসূত্র : মাজাকুল আরিফীন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭৭]

শিক্ষা : দেখলে তো সোনামণিরা! কেমন গোপনে দান করতেন তিনি! এভাবেই আমাদের দান করা উচিত। প্রকাশ্যে দান করে মানুষের বাহবা পাওয়া গেলেও আল্লাহর কাছে এর কোনো মূল্য নেই।

ক্ষমার মূর্তপ্রতীক

হযরত যাইনুল আবিদীন রহমতুল্লাহি আলাইহিরই আরেকটি গল্প। একবার তাঁর কাছে কয়েকজন মেহমান এলো। তিনি তাদের আপ্যায়নের জন্য গোলামকে নির্দেশ দিলেন, 'ঘরের চুলায় যে গোশত ভুনা হচ্ছে, দ্রুত তা মেহমানদের সামনে এনে দাও।'

গোলাম রান্নাঘর থেকে ভুনা গরম কাবাব শিকসহ নিয়ে আসছিল। তাড়াহুড়া করার কারণে একটি গরম শিক গোলামের হাত থেকে ফসকে গিয়ে নিচে পড়ল। তা গিয়ে পড়ল নিচে থাকা হযরত যাইনুল আবিদীনের একটি ছোট বাচ্চার গায়ে। এর তীব্র ব্যথা সইতে না পেরে বাচ্চাটি সেখানেই মারা গেল।

ক্ষমার মূর্তপ্রতীক হযরত যাইনুল আবিদীন গোলামকে কোনো ধমক তো দিলেনই না, এজন্য তাকে কিছুই বললেন না। বরং তার ওপর দয়া করে বললেন, যাও! তোমাকে আমি গোলামি থেকে মুক্ত করে দিলাম। তুমি জেনে বুঝে তো এমনটি করোনি!

এরপর তিনি বাচ্চার দাফন-কাফনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

[তথ্যসূত্র : আল-ইলমু ওয়াল উলাম, পৃষ্ঠা ২৭৮]

শিক্ষা : দেখলে তো সোনামণিরা! হযরত যাইনুল আবিদীন রহমতুল্লাহি আলাইহি কেমন ক্ষমাশীল ছিলেন! তোমরা হলে তো সঙ্গে সঙ্গে গোলামকে মেরে ফেলতে! কিন্তু না, যে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, মহান আল্লাহও তার অপরাধ ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ যাকে ক্ষমা করে দেন তার সঙ্গে আর লাগে কে!

উদার দানশীলতা

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি একাধারে হাদিসের হাফেজ, বীর মুজাহিদ ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর আয়ের বড় একটা অংশ তখনকার উলামা-মাশায়েখের মধ্যে খরচ করতেন। তাঁর বার্ষিক দানের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ দিরহামের মতো। তিনি যখন সাথী-সঙ্গী নিয়ে সফরে যেতেন, তখন সাথীদেরকে কোনো খরচ করতে দিতেন না, সবার খরচ তিনি একাই বহন করতেন। তাদের জন্য নানান খাবারের ব্যবস্থা করতেন। অনেকবার হজের সফরেও তিনি সাথীদের সব খরচ বহন করেছেন। এমনকি তাদেরকে মক্কা ও মদিনা থেকে বিভিন্ন হাদিয়া-তোহফা কিনে দিয়েছেন।

একবার আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের কাছে এক লোক এলো। লোকটার সাতশত দিরহামের ঋণ ছিল। মানে লোকজন তার কাছে সাতশত দিরহাম পাবে। লোকটা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের কাছে এসে নিজের ঋণমুক্তির জন্য তাঁর সাহায্য চাইল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক লোকটাকে একটি লিখিত পত্র দিয়ে বললেন, এটি নিয়ে আমার হিসাব-রক্ষকের কাছে যাও।

লোকটা কাগজটি নিয়ে হিসাব-রক্ষকের কাছে দিল। কাগজে লেখা ছিল সাত হাজার দিরহামের কথা। হিসাব-রক্ষক জানতে চাইল, আপনি হযরতের কাছে কত দিরহাম চেয়েছিলেন?

লোকটা বলল, আমি তো সাতশত দিরহামের জন্য আবেদন করেছিলাম।

তখন হিসাব-রক্ষক ভাবল, হয়তো ভুলে 'সাতশত'-এর জায়গায় 'সাত হাজার' লেখা হয়েছে। এজন্য হিসাব-রক্ষক আগন্তুক লোকটাকে বলল, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। আমি বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নিই।

এ কথা বলে হিসাব-রক্ষক আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের কাছে বার্তা পাঠাল যে, আপনি হয়তো ভুলে 'সাতশত'-এর জায়গায় 'সাত হাজার' লিখে ফেলেছেন। বিষয়টি যাচাই করার জন্য আপনার সাহায্য চাইলাম। এখন আপনি যা বলবেন তা-ই হবে।

জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক হিসাব-রক্ষককে আবার লিখে পাঠালেন, 'যখন এই লেখা তোমার কাছে পৌঁছবে আর তুমি তা বুঝে পড়বে, তখন তাকে চৌদ্দ হাজার দিরহাম দিয়ে দেবে।'

তখন এর জবাবে হিসাব-রক্ষক লিখলেন, 'হযরত! যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে খুব দ্রুতই পুরো ভাণ্ডার খালি হয়ে যাবে।'

তখন আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক খুব রাগ করে লিখলেন, 'তুমি যদি আমার হিসাব-রক্ষক হয়ে থাকো, তাহলে আমার নির্দেশ পালন করো। আর যদি তুমি আমাকে তোমার হিসাব-রক্ষক মনে করো, তাহলে এসো! আমার জায়গায় এসে বসো। আর আমি তোমার আসনের সৌন্দর্য বাড়াব এবং ঠিকমতো তোমার হুকুম পালন করব।

[তথ্যসূত্র : কিতাবুয যুহুদ-মুকাদ্দামা, পৃষ্ঠা ৪৬-৫০]

শিক্ষা : দেখলে তো সোনামণিরা! হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক কেমন উদার দানশীল ছিলেন! দান করার সময় নিজেদের খাওয়া-পরার কথা যেন ভাবতেনই না। এই দানের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক বানিয়েছিলেন।

একজন মুচির উসিলায়

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমতুল্লাহি আলাইহির আরেকটি গল্প। তিনি একবার হজ আদায় করতে মক্কায় গেলেন। হজ শেষ করে তিনি মক্কার কাবা শরীফের চত্বরে শুয়ে আছেন। এমন সময় তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, আমি দু'জন ফেরেশতাকে কথা বলতে দেখলাম। একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করছিল, এই বছর কত লোক হজে অংশ নিয়েছে এবং কতজনের হজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে?

অপর ফেরেশতা জবাব দিলেন, এই বছর ছয় লক্ষ লোক হজ করেছে, প্রথমে কারো হজই কবুল হয়নি, তবে দামেস্কের একজন মুচি যিনি হজে আসেননি– আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার উসিলায় এই ছয় লক্ষ হাজির হজ কবুল করে নিয়েছেন।

এই স্বপ্ন দেখে আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক অস্থির হয়ে জেগে উঠলেন। তিনি দামেস্কের ওই মুচির খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। খুঁজতে খুঁজতে ওই মুচির দেখা পেলেন। মুচিকে হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, দীর্ঘদিন ধরে আমার অনেক আশা আমি হজ করব। সেই ইচ্ছায় আমি তিনশত দিরহাম জমাও করেছি। কিন্তু একদিন আমার প্রতিবেশীর ঘর থেকে রান্নার ঘ্রাণ এলো। গোশত আর পোলাও রান্না করেছে তারা। আমার স্ত্রী আমাকে বিনয় করে বলল, আপনি তাদের থেকে একটু খাবার চেয়ে নিয়ে আসেন।

আমি প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে বললাম, আজ কী রান্না করেছেন, আমাদেরকে একটু খাবার দেন?